| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে ভাদ্র, ১৪২২
১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

দু'বছর ঘুরে গেলেও জবরদখলকারীরা আজও ব্রীজের নিচে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত দু'বছর আগে পূর্ত দপ্তরের ঘোষণায় জানা গিয়েছিল জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রীজ বিপন্ন। তদানীন্তন মহকুমা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার তৎপরতায় ঐ সময় পুলিশ শহরের ব্যস্ত এলাকা রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাস থেকে ফুলতলা, ভাগীরথী ব্রীজ চত্বর, সাগরদীঘি বাস ষ্ট্যাণ্ডে রাস্তার ধারে জবরদখলকারী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে। ফুলতলা এলাকার যান চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে রাস্তার ধার দখলকারী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয় মহকুমা শাসকের উদ্যোগে। মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্যে সেখানে রাস্তার ধার বরাবর পাকা গার্ডওয়াল তৈরী হয় পুরসভার তত্ত্বাবধানে। কিন্তু মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যকে বানচাল করে যাত্রী চলাচলের নিরাপত্তায় জল ঢেলে দিয়ে গার্ডওয়ালের ওপর চৌকি বিছিয়ে উচ্ছেদকারী ব্যবসায়ীরা আবার সেখানে ব্যবসা শুরু করে দেয়। পাশাপাশি ভাগীরথী ব্রীজের নিচের জবরদখলকারী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নামে শুধু তাদের ঘরের সানসেডগুলো ভেঙে দেয়া হয় এই পর্যন্ত। অনেক ব্যবসায়ী ব্রিজের তলা পর্যন্ত ঠেকিয়ে দেয় পাকা গাঁথনি। সেখানে কোন হাত পড়েনি। এই গাঁথনির ফলে ব্রীজের ওপর ভারী যান চলাচলে আর নাকি কোন কম্পন সৃষ্টি হয় না। যার ফলে যে কোন মুহূর্তে ব্রীজে ফাটল দেখা দিতে পারে। ব্রীজের ওপরের বৃষ্টির জল অনেক দিন থেকে আর বার হতে পারে না। জল বার হবার পথগুলো অবৈধ ব্যবসায়ীরা

(শেষ পাতায়)

কাদের নির্বাচনে 'শিক্ষারত্ন' জেলায় তিন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ বছর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক সম্মানে এ রাজ্যের সরকারী তালিকায় ঠাঁই হয়েছে মুর্শিদাবাদের তিনজনের। এঁরা হলেন হরিহরপাড়া হাই স্কুলের সমিরুদ্দিন সরকার, যাঁর সম্বন্ধে খবর, প্রায় দিনই তিনি নাকি ডি.আই অফিস না হয় অন্যান্য কাজে কর্মে স্কুল যান না। দ্বিতীয় জন নুরুল হোদা, বেলডাঙ্গা দারউল হুদা হাই মাদ্রাসার শিক্ষক এবং অপরজন হাফিজুর রহমান সম্ভবতঃ লালবাগ মহকুমার প্রাথমিক শিক্ষক। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল শিক্ষক সেলের এক জেলা নেতা ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন--একটা লোকই জেলায় সব কিছুতে নাক গলাচ্ছে। কে 'শিক্ষারত্ন' হবেন, কে চোরাই কয়লা পাচার করবে, কে গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে--সবই তার ইচ্ছায়। অন্যদিকে অনেক সচেতন মানুষ জানতে চাইছেন--কি কি যোগ্যতায়, কারা নির্বাচন করলেন 'শিক্ষারত্ন' অধিকারীদের। বিদ্যালয় পরিদর্শকরাও এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে তাহলে কে জানবে ?--থানার দারোগা ?

বাসষ্ট্যাণ্ড ও সুপার মার্কেট ধুঁকছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহরে ভাগীরথী ব্রীজের নিচে পুরসভা নিয়ন্ত্রিত বাসষ্ট্যাণ্ডের অবস্থা দিনের দিন অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি সেখানকার সুপার মার্কেটের অবস্থাও সঙ্গীন। সিপিএম নেতা সাহাদাত হোসেনের ভাই বদর সেখের দখলে এখন সুপার মার্কেট বলে খবর। সেখান থেকে কোন আয় হয় কিনা তা পুরসভা বলতে পারবে। রুটের বাসগুলো সব বিপদনকভাবে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সম্প্রতি বাস ষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে অটো ষ্ট্যাণ্ড তৈরী হওয়ায় দূর পাল্লার সরকারী বাসগুলো আর ষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে দাঁড়াবার সুযোগ না পেয়ে এখানে ওখানে অবস্থান করছে।

স্মার্ট সিটি হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুরের কপালে শিকে ছিঁড়লো না। স্মার্ট সিটির তালিকা থেকে আপাততঃ বাদ। খবরে প্রকাশ, দুর্গাপুর, বিধাননগর, নিউ টাউন ও হলদিয়া পাচ্ছে সেই স্মার্ট সিটি হয়ে ওঠার সুযোগ। অতএব যথা পূর্বং তথা পরং হয়ে কাটাতে হবে এই শহরকে। তালিকা দেখে মনে হচ্ছে এ নির্বাচনে রাজ্য বিজেপি নয় আবদার মানা হয়েছে রাজ্য সরকারেরই।

দোতলা বাড়ি বিক্রি
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহারবাটী সংলগ্ন তরকারি বাজারের রাস্তায় ৩ শতক জায়গার উপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট ও দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট (মোট ১০টি ঘর), তিনতলায় বিশাল ছাদ।
৮৪৩৬৩৩০৯০৭
০৩৪৮৩/২৬৬২২৮

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪২২

দলের জন্যই মানুষ

মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ধীরে দীরে বর্তমানে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যে এখন আর মানুষের জন্য দল নহে, দলের জন্যই মানুষ। নিজ দলের শ্রীবৃদ্ধি দলীয় মতবাদের একচেটিয়া প্রাধান্য রক্ষা করাই এখন দলীয় নেতৃবৃন্দের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন কেহই চিন্তা করিতেছেন না। দলের বা ক্যাডারের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলেও কেহ ভাবিত নন। দলীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সেই কারণে মস্তানবাহিনী পূষিতে হইতেছে, দুষ্কৃতকারীদের মদত দিতে হইতেছে। এমনকি দেশের ও দশের স্বার্থ বিঘ্নিতকারী বিদেশী রাষ্ট্রের নিজ দেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চালান-কারীকেও দলীয় পক্ষপুটে স্থান দিতে বাম ডান কোন রাজনৈতিক দলই কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। শান্তির রক্ষক পুলিশ যদিও বা তৎপর হইয়া দুস্কৃতীদের আটক করিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই রাজনৈতিক দলগুলির চাপে তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইতেছে। এ এক অভূতপূর্ব অবস্থা। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলেও রাজনৈতিক দলগুলির কিছুই আসিয়া যায় না। তাহাদের দলীয় স্বার্থ যাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে, যাহারা সক্রিয় থাকিলে অন্য দলকে সহজেই পরাভূত করিয়া নিজ দলীয় শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা যাইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করাই দলীয় নেতৃত্বের আশু কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বাম ডান কোন দলই ধোয়া তুলসীপাতা নহে।

ভারতের কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক কোন সরকারই আজ সুনীতির চিন্তা ভাবনা করে না। দুর্নীতি বলিয়া রাজনীতিকদের নিকট কিছুই গণ্য নহে। একমাত্র নিজ দলের আধিপত্য রক্ষা করাই রাজনীতি ক্ষেত্রে সুনীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি বিধানের লক্ষ্যে দলীয় নীতি আজ আর নির্ধারিত হইতেছে না। হইতেছে দলের প্রয়োজনে, দলের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার স্বার্থে যে কোন নীতি গ্রহণ। সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা সুনীতি বলিয়া কিছু নাই। দলের স্বার্থে যে নীতি তাহাই সুনীতি। এই নীতির মূল কথা দলের জন্যই মানুষ, মানুষের জন্য দল নয়।

সেরা শিক্ষক

শীলভদ্র সান্যাল

এরকম প্রশ্ন হলে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়। আপনার শিক্ষক জীবনে দেখা সেরা শিক্ষক কে ? অনেকের ভেতর থেকে এভাবে একজনকে সেরা বেছে নেওয়া দুরূহ বটে। অনুচিতও। কারণ একজনকে সেরার আসনে বসালে, অন্যদের প্রকারান্তরে খাটো করা হয় না কী ? এক একজন শিক্ষক তাঁর নিজের এলাকায় অ-দ্বিতীয়। সে, কী আপন ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণে, কী বিষয়ের উপস্থাপনা গুণে, কী পড়ানোর নিজস্ব লাবণ্যে। কেউ প্রচণ্ড রাশভারি, ক্লাসে ঢোকা মাত্রই পড়ুয়ারা সব ছবির মত স্তব্ধ, স্নায়ু টান-টান,--যে স্নায়ুর ভেতর ক্রমশই হিম-শীতল প্রবাহের সর্পিল সংক্রমণ। কেউ বা সদাহাস্যময়, মনের সহজ অভিব্যক্তিতে স্বচ্ছন্দ। যাঁদের পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে স্বভাব-কৌতুকের ছোঁয়ায় ক্লাশ-রুমের পরিবেশ মুহূর্তে নান্দনিক হ'য়ে উঠত, পড়ার বিষয়, রমণীয় ? গায়কদের যেমন নিজস্ব গায়কি ঢঙ থাকে তেমনই শিক্ষকদেরও পড়ানোর এক এক রকম-ঘরানা। কেউ পড়াতেন ঝড়ের বেগে, এখনই যেন কোথাও যাবার তাড়া আছে ; কেউ পড়াতেন ধীরে ধীরে--বিলম্বিত লয়ে। সংস্কৃত ছন্দের মত, কেউ মন্দাক্রান্তা, কেউ ভুজঙ্গ প্রয়াত। কেউ বা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ চুপ করে যেতেন, তাঁর এই তাৎপর্য পূর্ণ মৌন শাসনে সতর্ক হ'য়ে যেত পেছনের সারিতে বসে থাকা সেই বিশেষ ছাত্রটি–যে কিনা পার্শ্ববর্তী ছাত্রবন্ধুটির সাথে নিচুস্বরে কথা বলছিল এবং যা স্যারের চোখ-এড়ায়নি। কণ্ঠস্বরেও কত না তারতম্য ! কেউ ক্লাসে ঢুকেই বজ্র কণ্ঠে এমন হুংকার ছাড়তেন যে, ছাত্রদের দুরন্তপণা ও স্বভাব চাঞ্চল্য মুহূর্তে উধাও, কেউ বা কোনও ছাত্রের বেয়াড়াপণায় একটুও না রেগে,নুন-ঝাল্-দেওয়া এমন কৌতূককর মন্তব্য করতেন যে-গোটা ক্লাসে উঠত হাস্যের রোল আর সেই ছাত্রটি লজ্জায় মাথা নিচু করত। বেশভূষাতেও নিজস্বতার ছাপ। অবনীবাবুকে যেমন দক্ষিণ স্কন্ধে পরিশোভিত পাট-করা গরদের চাদর ছাড়া ভাবাই যেতনা। খাঁ-সায়েবের ইসলামি-ঘরানার ফটফটে সাদা লুঙ্গি আর ফতুয়া। দীলিপ বাবুর ট্রাউজার আর ফুল-হাতা সার্ট ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবিতে প্রভাতবাবুর দৃষ্টি নন্দন পারিপাট্য। প্রবীণরা ধতি পাঞ্জাবিতে স্বচ্ছন্দ,নবীনদের মধ্যেও হাতে-গোণা মাত্র কয়েকজনকেই প্যান্ট-সার্ট পরে স্কুলে আসতে দেখা যেত।

তবে, পরস্পরের মধ্যে, যত বৈচিত্র্যই থাক না কেন, একটা জায়গায় সবার মধ্যে চিল অসম্ভব মিল। সে তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শে, নিষ্ঠায় কতকটা ব্রত-পালনের মত ; ছাত্রদের প্রতি স-স্নেহ আচরণে মধুর শাসনের আড়ালে ফল্গুধারার মত। গাম্ভীর্যের আড়ালে দূরতর নক্ষত্রের মত দীপ্যমান। শুধু তাই নয়; ব্যক্তিগত যাপনেও নিরাড়ম্বর ও উচ্চতর মূল্যবোধে সুস্থির। পাঠ্যবিষয় ও শিষ্টাচারের পাঠ দুটোই লাভ করেছিলাম তাঁদের কাছে। জীবনের প্রান্তবেলায় আজও তাই তাঁরা স্মরণীয়, নমস্য।

(৩ পাতায়)

"মড়ার দেশে মরা ভাল বাঁচাই মহাপাপ"

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গত শনিবার রাত্রি ৭টা ১০ মিনিটে অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর স্বনামধন্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ থম্বশিস রোগে অতি অল্প দিন ভুগিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার তৃতীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নিকট শৃঙ্খলিতা ভারত মাতার মুক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান জন্য অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনলসভাবে যৌবনকাল কঠোর ব্রতে অতিবাহিত করিয়া কলিকাতার সুখলাল করনানী হাসপাতালে নশ্বর মানব-দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বারীন্দ্রকুমার এই মুক্তি যজ্ঞ আরম্ভ করেন প্রথমে লেখনী ধারণ করিয়া। শ্রীসুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের স্থাপিত "বন্দেমাতরম্" কাগজে বারীন্দ্রকুমারের গুরু জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীঅরবিন্দ অন্যতম ডিরেক্টর হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় "যুগান্তর" বাহির হইল। এই দুইখানি সংবাদ পত্র ওজস্বিনী ভাষায় যেন শিক্ষিত হৃদয়ে অগ্নিশিখা সৃষ্টি করিতে লাগিল। কাজেই বলা যায় বারীন্দ্রকুমার লেখনী ধারণ করিয়া অগ্নিযজ্ঞ শুরু করেন। তাঁহার ও তাঁহার সমতুল্য সহকর্ম্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঋত্বিকগণ মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রাণপণে অনুষ্ঠানের সফলতা সংকল্প করিয়া মাতৃপূজা শুরু করিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল কয়েকটি তরুণ বাঙালী। মুরারিপুকুর বাগানে সহকর্ম্মীগণসহ বারীন্দ্রকুমার গ্রেপ্তার হইলেন। তদবধি মুরারিপুকুর বাগান বোমার বলিয়া বিখ্যাত হইল। শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যতম কর্ম্মী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হইলেন গ্রে ষ্ট্রীটে। চলিল তুমুল আলিপুর বোমার মামলা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টারী করিয়া বেকসুর খালাস করিলেন শ্রীঅরবিন্দকে। বারীন্দ্রের প্রতি ফাঁসীর হুকুম হইল। উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেককে দ্বীপান্তর বাস করিতে যাইতে হইল আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ারে। যে আন্দামানে এখন স্বাধীনতার উদ্বাস্তুগণের বিনা অপরাধে দ্বীপান্তরে যাইতে হইয়াছে। বারীন্দ্রকুমারের শেষ অবধি দ্বীপান্তরেই যাইতে হইয়াছিল। বোমারু শাগরেদগণ বারীন্দা ও উপেনদাকে এত সম্মান করিত যে বিভুতিভূষণ সরকার আন্দামানে তাঁহাদের ঘানি টানিয়া দিয়া নিজের ঘানি টানিতেন। বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্দ্রনাথ প্রথমে কাগজের লেখনী চালনা করিয়া বোমা ও পিস্তল চালাইয়া আন্দামান লীলা সমাপনান্তে ভারতে আসিয়া বোমারু বীরগণকে লইয়া মুর্শিদাবাদের নিমতিতা হইতে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার নামক একজন অপাপবিদ্ধ সরল প্রাণ (?) পল্লীবাসীর দ্বারা মুদ্রাকরের ঘোষণা দিয়া সরকারের অধীনে চেরী-প্রেস হইতে "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। "বিজলী"তে উনপঞ্চাশী উপেন্দ্রনাথ লিখিতেন। অমৃত বাজারেও কলম ধরিতেন। শেষে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদনা করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করার পর দৃষ্টিশক্তিহীন বারীন্দ্রকুমার উপেন্দ্রনাথের স্থানে

(৪ পাতায়)

রাঢ় বঙ্গের বারোমাস্যা (৪)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিত পর). ভাদ্রের টান কঠিন টান। গরীব গুবো দের থালাবাটি হাঁড়ি কলসী বাঁধা দিয়ে দিন চলে অর্ধাহারে অনাহারে। ভাগ্যিস তালগাছে ফলে প্রচুর তাল। তাই দিয়েই চালিয়ে দেয় খিদের সময়। যেমন চৈত্র বৈশাখটা চালায় তাড়ি আর লালতের শাকে। এই সময় চুরির উপদ্রবও খুব। ভাদ্র-আশ্বিনে বাগড়ী এলাকার কুখ্যাত গরু চোররা গেরস্তর বাড়ি, গোয়াল ফাঁকা করে দেয়। আবার খবর নিয়ে টাকা দিয়ে সেই গরু মোষ হাটপাড়া, গঙ্গাপ্রসাদ, হরিপুর থেকেই ছাড়িয়ে আনে কতজন। পুলিশ সব জানলেও চুপ। এমনি একদিনে রাত্রি প্রায় ১১টা নাগাদ রুহিদাস চৌকিদার হাঁক দিয়ে যাবার সময় মণ্টুর বাবাকে ঘুম থেকে তুলে বললো 'দাদা ডেঙ্গ্যালির মাঠে গোটা পাঁচেক টর্চের আলো দেখলাম। জাগুন থাকেন।' মণ্টুর বাবা উঠেই গুলি বন্দুক ঠিক রেখে দিলেন আর বললেন 'বাণিজ্যা বাবুকে আর গৌরকৃষ্ণ সাহানাকেও জাগিয়ে দেগা।' বন্দুক তখন মাত্র গোটা চারেক। সেবার সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেল পিল্‌কীর দুগু মোড়লের বাড়িতে। কপাটে পিঠ দিয়ে ঠেলে ধরেছিল বয়স্ক মানুষটা। পারেনি। তাকেও কেটে ফালা ফালা করেছিল ডাকাতরা। গোটা দশেক বোমা ফাটিয়ে গ্রামে ঢুকেছিল তারা। কি শব্দ ! হিন্দু গ্রামগুলোতে প্রায় রাতেই শোনা যেত তখন। দুগু মোড়লের এক ছেলে ছাদ দিয়ে পালিয়ে দৌড়ে একজনের বন্দুক আর গুলির বেল্ট নিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় এক গাছের আড়ালে ছিল। দু'জন আদিবাসিও তির ধনুক নিয়ে ছিল অন্যদিকে। সকালে দেখা গেল প্রচুর রক্ত আর একজনের মাথা কাটা। ধানের জমি তছনছ। দশটা তিরের চারটা পড়ে আছে। জানা গেছিল মাথা কাটা লোকটা নাকি থানারই দারোগা। এরপর বহুদিন বন্ধ ছিল ডাকাতি। বহু মানুষ বন্দুক নিয়েছিল সে সময়। মণ্টুরাও মজা করে রাত জেগে ঘুরতো গ্রাম, শসা চুরি করত। মা বাবার বকুনি খেয়েও সপ্তাহে একদিন পালা পড়তো আর রাত জাগতো। এই ভাদ্রেই গ্রামে গ্রামে বাচ্চারা করে ভাজুই উৎসব। মাটির সরায় গম কলাই এর বীজ যত্ন করে পুঁতে ঘরে জাগ দেয়। কতক্ষণে গাছ বের হবে তারই গল্প চলে স্কুলেও। মাসের শেষ দিন ঐ গাছ সমেত সরাটা সন্ধ্যামণি, দোপাটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে একটা পুকুরে ভাসিয়ে দেয় আর সবাই মিলে চিঁড়ে দই এর ভোজ হয়। রোজ সন্ধ্যায় নানারকম গান গেয়ে ধূপ দিয়ে পুজোও করা হয়। মা গান বলেন। ভাজুই কুল্ কুল্ ভাজুই কুলকুল..ইত্যাদি। নানা রকম বার ব্রত নিয়ে থাকতেন মায়েরা। কত সুন্দর সব নীতিমূলক ব্রতকথা পাঠ হতো পাড়াশুদ্ধ বসে। একটা বাঁধন ছিল ভালোবাসার, এইসব আচারের মধ্যে। আজ কেউ কারুর খবর নেয়না হয়ত ভালোও চায়না। কেন এমন হলো ভাবে মণ্টু। এটাই নাকি সভ্যতা ! দেখতে দেখতে এলো দুর্গা পূজা। সে বিরাট ব্যাপার বাচ্চাদের কাছে। বড়রাও আনন্দে থাকতো বলেই প্রায় প্রতি গ্রামে হতো যাত্রা, থিয়েটার। আর এমন সব কান্ড হতো ! একবার গ্রামে সিরাজদৌল্লা নাটক হবে। জোর রিহার্সাল চলছে রাতে। সিন্‌ফ্রের পাঠ করছে ফুরু কাকা। সিরাজ-রাম বাবু। সব ঠিক ঠাক চলছে। ক্লাইভ হয়েছে গ্রামেরই এক শিক্ষিত যুবক। চৌকির উপর কাপড় টাঙ্গিয়ে স্টেজ। সেদিন ঠিক সময়েই শুরু হয়েছে নাটক। ভুটুন কাকা পাশ থেকে প্রম্পটারের কাজ করছিল। দুটি হ্যাসাক জ্বলছে। নাটক চলাকালীনই একজন বারে বারে স্টেজে গিয়ে পাম্প করে আসছে। হঠাৎ সিরাজ গুরু গম্ভীর এক দৃশ্যে বলছে--বাপ্‌রে শালা মশা ! লোকে হৈ হৈ করে উঠেছে। আসলে ভুটুন কাকাকে মশায় বিরক্ত করাতে বলে উঠেছেন ঐ কথা। ব্যস্ সিরাজও বলে দিল। পাঠ মুখস্থ করেও ঐ কাণ্ড। আবার একদৃশ্যে ক্লাইভের পরচুলো খুলে পড়ে গেল স্টেজে। শেষের দিকে সিরাজ যখন কাঁদতে কাঁদতে বলছে "আমাকে একবার শেষ বারের মতো নামাজ পড়তে দাও ! হে মহম্মদী বেগ, তুমি তো আমার মায়ের স্তনপান করেছিলে।" সেই ভাব গম্ভীর করুণ দৃশ্যে 'আর তোকে সে সুযোগ দেব না শয়তান-বলে কোমড় থেকে ছোরা বের করতে গিয়ে কিভাবে যে আটকে গেল। টানা হেঁচড়া করেও বের হয় না। মঞ্চেই স্বাধীন বলে ফেললো--'ধুর শালা আমি বুল্‌ল্যাম্ আমাকে দিঙে ইয়্যা হবে না খো।' মণ্টুর বাবা ড্রপসিন ফেলার বাঁশি বাজালে তাও গেল আটকে। সে কি কেলেঙ্কারী ব্যাপার। পুজোর কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেল। পাণ্ডাদের বাড়ির একটা ১০/১২ বছরের মেয়ে গ্রামের বাইরে পায়খানা করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে দেখতে পেয়ে চানু দাদু তুলে নিয়ে আসে আর বলে- মুঢ়্যা বাতাস লেগ্যাছে, ঝাড়ুন দিতে হবে। ঐ পুকুরটার পাশে আঁতুড়ের সব ফেলা হয়। ওখানে তেনারা ভরদুপুরে ঘুরে বেড়ায়। একা খোলাচুলে পাঠালে কেন তোমরা ! মণ্টুর বাবা নাড়ি দেখতে খুবই ওস্তাদ ছিলেন। বহু লোক জুটেছে। উনি বললেন এক্ষুণি আজিমগঞ্জে নিঙে যাও নাড়ির গতি ভাল লয়। সন্ধ্যায় জানা গেল সে বেঁচে গেছে। ক্যাপ্টেন ডাঃ টি.রায় গ্যাস অম্বলের ওষুধ ইনজেকসন দিতেই ঠিক হয়ে যায়। দারুণ ডাক্তার ছিলেন উনি। ধন্বন্তরি যেন। পুজোর বাজার করতে--হয় বহরমপুর, সাগরদীঘি না হয় আজিমগঞ্জ। মণ্টুর বাবা লিস্ট বানিয়ে টাকা দিয়ে পাঠাতো মাহিন্দারকে। ধামা আর ধূতি নিয়ে সে বাজার করে ফিরতো বিকেলের ট্রেনে এই সময়টুকু কাটতেই চায়তোনা মণ্টুদের। ছোট ছোট পুঁটলীতে বাঁধা কত মশলা,ডাল-পুজোর জিনিস। সেই প্রথম কাজুবাদামের সঙ্গে পরিচয় মণ্টুর। প্রায়দিন সন্ধ্যের দিকে একটু বড়ো হয়ে মণ্টুরা আড্ডা দিত ভুকুদার দোকানে। গ্রামের গরীব তপশীল-আদিবাসী মেয়েরা দোকানে আসত। বলত-- 'এক পয়সার নুন, এক পয়সার লঙ্কা, দু পয়সার পেঁয়াজ, এক পয়সার হলুদ, চারআনার তেল, দুআনার গুড়, দুপয়সার খরসান (তামাকপাতা), দু'সের চাল, মসুরীর ডাল দুপয়সার।' এই ভাবে বলেই যেত আর ভুকুদা স্লেটে লিখে যেত। মাত্র এক টাকাতে সেদিন ঝুড়ি ভরে দোকান করে ফিরত। আজ ভিখিরিও দু'টাকা না দিলে বিরক্ত হয়।...(চলবে)

আমাদের মত অমত

হরিলাল দাস

মৃত্যুহীন প্রাণের মৃত্যু দিবস ! বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে এখন ১৮ আগষ্ট নেতাজির মৃত্যুদিবস পালন করে দেখালেন, তিনি আর আগের মতো নেই--আগের মতে নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারই ভারত সরকার। কেন্দ্রে সরকারটিকে বংশ পরম্পরায় দখলে রাখতে যিনি সুভাষচন্দ্রকে শেষ করতে সক্রিয় সেই চিরশত্রু নেতাজির মৃত্যু রহস্য ভারতের জনগণকে জানতে দেন নি। তাঁর পরিবার সেই কাজে নিরত থেকে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি নিজেদের হেপাজতে কুক্ষিগত করেন। সেই রহস্য নথি প্রকাশ পেলে নাকি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। জুজুর ভয় দেখানো হয়েছে। বিজেপি তখন ভিন্ন মত প্রচার করেছিল। কিন্তু বর্তমানে জনবলে ক্ষমতায় এসে বিজেপি ভারতবাসীকে সেই জুজুরই ভয় দেখাচ্ছে। সেই রহস্য প্রকাশ হলে কোন্ রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে কি চিড় ধরবে ? এতো দিন পরেও ভারতবাসী কেন সেটা জানতে পাবেন না ? সম্মানীয় মোদিজির মন কি বাত -মনের কথা কি ? তিনি নীরব কেন ?

আন্দোলন করা সংবিধান সম্মত এক অধিকার। সেই অধিকার জাহির করার রকমটা কি ? মেয়েদের ব্রা আর প্যান্টি পরে দেখানো ! এরাই তো সমাজের উচ্চ মেধার ছাত্রছাত্রী। অবশ্য কেবল মেধায় উচ্চশিক্ষা লভ্য নয়,সঙ্গে চায় প্রচুর টাকা। তা এই আলালের ঘরের দুলাল দুলালীরা শিক্ষা আন্দোলনের নামে প্রকাশ্যে চুম্বন করে জাহির করবে অধিকার ? কখনই না। এরা শিক্ষা আন্দোলনের শত্রু--বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এর বিরুদ্ধে। তারা সোচ্চার হোক্। অভিভাবকগণ তাঁদের মনের কথা বলুন। আর নীরব থাকবেন না।

স্বপনপুরী। না আর স্বপ্ন নয়--এবার চারিশত সেই পুরী নির্মিত হচ্ছে এই ভারতে। তা শুনেছেন। দেখবেনও, বাস করতে পারবেন কি ? প্রচার যতো হচ্ছে 'স্মার্ট সিটি' কে না শুনছেন ? সে হবে এক আজব নগর, যেখানে অতি আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির নাগরিক পরিষেবা থাকবে অতি উন্নততর। এর মধ্যেই জার্মানী ও চীন বাণিজ্যিক প্রসারে প্রশস্ত। যদিও, এখনও এ ভারতে দারিদ্রসীমার নিচে আছে ৬০/৭০ শতাংশ মানুষ--তারাও ভোটার। স্বপনপুরী নিশ্চয় তাদের জন্য নয় ? পয়সা যার স্বপ্নজীবন যাপন তার।

সেরা শিক্ষক .....(২ পাতার পর)

'ভাল ছাত্র' বলতে যা বোঝায়, তা কোনও দিনই ছিলাম না। মেধার জাল ফেলে রাশি- রাশি নম্বর শিকারে নিতান্ত অপুট পরীক্ষা-বৈতরণী-কোনক্রমে পার হ'তে পারলেই যথেষ্ট মনে করতাম। ফার্স্ট-সেকেণ্ড হওয়ার নেশা কোনও দিনই পেয়ে বসেনি। সেই অর্থে স্যারদেরও আলাদা করে নজরে পড়ার সৌভাগ্য হয়নি, যেমনটি হয়ে ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র-বন্ধুদের। ভাল নম্বর পাওয়ার সুবাদে তারা মাস্টার মশাইদের স্নেহ নিবিড় সান্নিধ্যের প্রশ্রয় একটু বেশি করেই লাভ করতো। এই নিয়ে তাদের গর্বও বড় কম ছিল না। আমরা সেই সব বন্ধু-সংসর্গ লাভ করে নিজেদের ধন্য মনে করতাম। তাদের ফুলের রেণু এসে লাগত চোখে -মুখে। ছড়িয়ে পড়ত লালিমার আভা। সে ছিল আমাদের আত্মশ্লাঘার বিষয়। (শেষ পাতায়)

দু'বছর ঘুরে গেল.....(১ পাতার পর)

নিজেদের স্বার্থে বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে জমা জল রাস্তায় বসে পিচ উঠে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যান চলাচলে বিপদ ডেকে আনছে। ব্রীজের এই পঙ্গুত্ব নিয়ে বারবার খবর বার করলেও কোন প্রতিকার হয়নি। স্থানীয় পূর্ত দপ্তর (সড়ক), পুরসভা, পুলিশ-প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতারা সব কিছু জেনেও পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পুরসভার দেয়া ট্রেড ট্যাক্সের ওপর ভর করে ঐ সব ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎও চালু রেখেছে অবৈধ জায়গায়। ২০১৩-র সেপ্টেম্বরে পূর্ত দপ্তর ব্রীজের স্থায়িত্বে ব্যবসায়ীদের তোলার জন্য নোটিশ জারি করে। তার প্রেক্ষিতে ঐ সব ব্যবসায়ীরা দুর্গা পুজো ও ঈদের মুখে উচ্ছেদ বন্ধ রাখার জন্য মহকুমা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার কাছে ডেপুটেশন দেয়। তারপর বছর পর বছর ঘুরে গেলেও দখলকারীদের উচ্ছেদ করে ভাগীরথী ব্রীজকে নিরাপত্তায় ঘেরা যায়নি। এ প্রসঙ্গে পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলার কথা---ব্রীজের নিচের জবরদখলকারীদের উচ্ছেদে পুলিশ, প্রশাসন, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বসার জন্য কয়েকদফা চেষ্টা চালিয়েও কিছু করতে পারিনি। নির্দিষ্ট জায়গায় আলোচনাসভা ডাকলেও উপস্থিতির স্বল্পতায় সে সভা বানচাল হয়ে যায়। তিনি আরো জানান, পুলিশ, প্রশাসন বা পলিটিক্যাল লিডারদের সম্মতি না পেলে পূর্ত দপ্তর কি করে এদের উচ্ছেদ করবে ? বরং হিতে বিপরীত হবে। ঐ সব উচ্ছেদকারীদের পক্ষ নিয়ে, ওদের জীবিকার জিগির তুলে রাজনীতিতে বাজার গরম হবে।'

মড়ার দেশে মরা ভাল.....(২ পাতার পর)

সম্পাদক হইয়া দীর্ঘ নয় বৎসর কিছুদিন মুখে মুখে বলিতেন অন্য একজন শ্রুতিলিখন দ্বারা সম্পাদকীয় কাব্য সমাপন করিতেন। তারপর অল্পদিন হইল বসুমতীর কাজ ত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক নির্যাতিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ব্যবস্থা চালু হওয়ায় বারীন্দ্র বাবু শ্যামবাজার হইতে ইতিগাঘাট বাস লাইনে বাস চালাইয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন। বসুমতীর টাকাও পাইতেন। মৃত্যুকালে বারীন্দ্রকুমারের বয়স হইয়াছিল ৭৯ বৎসর। আজকাল কাগজের স্বত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণের মধ্যে বেতনের আধিক্যের জন্য যে প্রীতি-সম্পর্ক স্থাপন সংক্রমিত হইতে চলিয়াছে তাহাতে কুরুক্ষেত্রের পর অর্জ্জুন যেমন স্বীয় গাণ্ডীব ধারণে অক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা মায়ের এই দামাল ছেলের বার্দ্ধক্য স্মরণ করিয়া সেই ভয় হইত। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু হিংস বলিয়া মজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরামের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন নাই। কিন্তু আমরা পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসকে লক্ষ ধন্যবাদ দিতেছি। বারীন্দ্রকুমারের শবদেহ হাসপাতাল হইতে আনিয়া কংগ্রেস ভবনে রাখিয়া মুখ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মন্ত্রী, কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল মান্যগণ্য অগ্রণীগণ এই বিপ্লবী বীরকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কেওড়াতলা শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিয়া মর্য্যাদা দেখাইতে কেহ কুণ্ঠিত হন নাই। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে তাঁহার জন্য শোকসভা করিয়া সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বোমার বাগান মুরারিপুকুরে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা ও মানিকতলা মেন রোডের নাম বারীন্দ্রকুমারের নাম অনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতে সরকার ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।

এই সর্ব্বজন সম্মানিত বীরপুরুষের লোকান্তরে আমাদের স্বজন বিয়োগজনিত কষ্ট হইলেও যে দেশে সুশাসন নাই, যে দেশে অন্যদেশের শত্রুরা জবর দখল করিয়া লইলে রক্ষা কর্তা নাই, সেই দেশে বেঁচে থাকা চেয়ে মরাই যেন বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া বলিয়াছি--"মড়ার দেশে মরা ভাল বাঁচা মহাপাপ"। আমরা বীরপুরুষ বারীন্দ্রের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। দেশের কর্ত্তব্য আছে-- বারীন্ বাবুর সহধর্ম্মিণীর যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনে অভার না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। (প্রকাশকাল- ১৯৫৯)

ব্রিক্ ওনার্সদের বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা ব্রিক ফিল্ড ওনার্স এসোসিয়েশনের ২৪তম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল ১০ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জের নিজস্ব দপ্তরে। ৫৬ জন ভাটা মালিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে নিজেদের সমস্যা,অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। ফারাক্কা থেকে সাগরদীঘি এলাকা ঘিরে একদিকে গঙ্গা,অন্যদিকে পদ্মা নদী, রয়েছে ফিডার ক্যানেল। এর ফলে মাটি ও সাদা বালির একটা সমস্যা আছেই। সব কিছু রয়ালিটি দিয়ে ভাটা মালিকদের সংগ্রহ করতে হয়। এর ওপর রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের জুলুম। ইট শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা আজ দায় হয়ে পড়েছে। নানা প্রতিকূলতার কথা বিভিন্ন বক্তার ভাষণে উঠে আসে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি আবু বাসির সেখ, সংগঠক সম্পাদক ওবাইদুর রহমানসহ অনেকে। স্থানীয় নেতৃত্ব অশোক ঘোষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্র মুন্দ্রা সভাপতি ও অরুণকুমার দাস সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সেরা শিক্ষক .....(৩ পাতার পর)

অঙ্কের স্যার গৌরবর্ণ ও সৌম্যকান্তি চেহারার হলেও,তাঁর বিষয়টি ছিল বিভীষিকার বস্তু। মনে আছে, পরীক্ষায় একবার বিশালাকায় গোল্লা পেয়ে বন্ধুদের কাছে অনুকম্পার পাত্র হয়েছিলাম। সে-ক্ষত আজও যায়নি। তবু নিচের ক্লাসগুলোতে জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ না করে তাঁর ক্লাসে যাওয়ার জো ছিল না। বলির পাঁটার মত ছাত্রদের কাঁপতে কাঁপতে বোর্ডে গিয়ে উপপাদ্যের অঙ্কন ও ব্যাখ্যা করতে হত। অকৃতকার্যরা ক্লাসের বাইরে গিয়ে হাঁটু ভঙ্গাসন (নীল ডাউন) করত। এরপর মুখস্থ করতাম অবনীবাবুর ইতিহাস-এর পড়া। বোর্ডের কাছে যেতেই জলদ-গম্ভীর স্বর উঠত : সিলা অ্যাণ্ড চেরিবডিস। যার অর্থ কিনা উভয় সঙ্কট। মা সরস্বতীর কৃপায় বাক্যটি ঠিকঠাক লিখতে পারলে তবেই সঙ্কটমোচন হত। ছাত্র-জীবনে মার খেয়েছিলাম একবরাই। হিন্দি স্যারের মুহূর্মুহু ডাস্টারের ঘায়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হ'য়ে লঘু-পাপে গুরু দণ্ড জুটেছিল। এঁরা প্রত্যেকেই আজ পরপারে, আর আমি তাঁদের চরণে প্রণাম জানিয়ে, এই শিক্ষক-দিবসে স্মৃতির মালা গাঁথতে বসেছি।

এঁদের প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু পেয়েছি বৈকি ! লাভ করেছি উত্তর-জীবনের পাথেয়। এঁদের মধ্যে হয়তো বাংলার স্যারের প্রতি আমার অন্যবিধ পক্ষপাত ছিল। মনের ভেতরে একটা আলাদা জায়গা করে দিয়েছিলাম। আজও তাঁকে ক্লাশ নিতে দেখি, মৃদুকণ্ঠ স্বরে। ধুতি পাঞ্জাবিতে শোভন, নবীন কান্তি। ভাষায় আভিজাত্যের ছোঁওয়া। আয়ত চক্ষুতে-এক অদ্ভুত চৌম্বক আকর্ষণ। পড়ানোর গুণে আদর্শ নান্দনিক আবহ সৃষ্টি করে গোটা ক্লাসকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখার অনায়াস দক্ষতা। সম্প্রতি প্রয়াত---ইনি আর কেউ নন, ধূর্জটিবাবু। ছাত্রতোষ-প্রিয়দর্শী ও প্রিয়ভাষী---ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়।।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ(মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।